গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির

'গ্রন্থ' মানুষের পরম বন্ধু — কথাটি লৌকিক সমাজে পাওয়া যায়। আবার বিশ্ববরেণ্য কবি 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' মহাশয় তাঁহার আবেগ আপ্লুত ভাষায় গ্রন্থাগারের মহিমা প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন —

"গ্রন্থের আগার 'গ্রন্থাগার'— জ্ঞানভাণ্ডার যারে কয়।
দেশ-বিদেশের জ্ঞানসম্পদ চুপিসারে কথা কয়॥"

এইরকম আরও মনিষীগণ অনেকেই গ্রন্থাগারের মহিমা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন।

পরমার্থ অনুভূতি শূন্য জাগতিক মনিষীবৃন্দ গ্রন্থের বা গ্রন্থাগারের মহিমা বর্ণনা করিলেও পরমার্থাভিজ্ঞ বৈষ্ণব মনিষীবৃন্দের বাস্তব উপলব্ধি ভিন্নপ্রকার। তাঁহারা গ্রন্থ বা গ্রন্থাগারকে কেবল দেহ মনের খোরাক বা ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি বাঞ্ছাদি অন্যাভিলাষ পরিপোষণের ইন্ধনরূপে অভিব্যক্ত না করিয়া নিজ আরাধ্যদেবের বাণীময় বিগ্রহরূপে ভৌম প্রপঞ্চে ভগবৎ কৃপার অবতরণ উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ ও মিশন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহের গৌড়ীয় দর্শন ও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে শতাধিকবর্ষ ব্যাপী যে ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছেন গ্রন্থপ্রকাশ ও গ্রন্থাগার নির্মাণাদি তাঁর একটি অন্যতম মুখ্য অঙ্গ।

গৌড়ীয় মিশনের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্‌গুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কার্যকরীভাবে কোন গ্রন্থাগার নির্মাণ না করিলেও গ্রন্থাদি প্রকাশ ও প্রচারের ব্যাপারে অতুলনীয় আগ্রহযুক্ত এবং উৎসাহদাতা ছিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি —

"মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নামহট্টের প্রচারের দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে।"

কারণ তিনি শ্রীরামপুরে প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে Phenotic type-এর মত একটি নূতন লেখনী আবিস্কার করিয়াছিলেন। উহার নাম হইয়াছিল বিকৃন্তি বা Bicanto। পরবর্তীকালে তিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণকালেই অর্থাৎ ছাত্রাবস্থায় বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মুখ্য মুখ্য ধর্মীয় গ্রন্থাদি পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন এবং গ্রন্থ ছাপার পদ্ধতি করায়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে সহস্ত পরিচালিত কয়েকটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। যাহার নাম শ্রীবৃহদ্ মৃদঙ্গ ভাগবৎ যন্ত্রালয়। এই বৃহৎ মৃদঙ্গের ধ্বনি তৎকালীন যুগেও সমগ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছিল। এই বৃহৎ মৃদঙ্গ ভাগবৎ যন্ত্রালয়ে কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদবৃন্দকৃত গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীই নয় পরন্তু রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্কাদি আচার্যকৃত মুখ্য মুখ্য গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। এছাড়াও মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক এমনকি দৈনিক হিসাবেও বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি, ওড়িয়া, অসমীয়া ভাষাতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাদি প্রকাশ করিয়া উহা স্বরূপ বিস্মৃত বদ্ধজীবের দ্বারে দ্বারে প্রেরণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ —

"প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা—
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা"

বল কৃষ্ণ — অর্থাৎ কৃষ্ণনাম উচ্চারণের মাধ্যমে ক্রমে বদ্ধজীব মায়িকদশা দূরীকরণপূর্বক কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত

হওয়া (তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং)।

ভজ কৃষ্ণ — অর্থাৎ কৃষ্ণ ভজন শুদ্ধভক্তি যাজনের মাধ্যমে মনুষ্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করা বা অভিধেয় তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করা (নবাঙ্গানি শ্রদ্ধাপবিতহৃদয়ঃ সাধয়তি বা)।

কর কৃষ্ণ শিক্ষা — অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা। ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন। (পরানন্দে প্রীতিং জগদতুলসম্পৎসুখমহো) — এই আদেশ পালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সেই সমস্ত পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাবলীর সমাহার তথা সুসজ্জিত প্রদর্শন গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির।

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের কৈঙ্কর্য্য সূত্রে আগত তাঁহার শ্রীচরণ কমলের ভৃঙ্গস্বরূপ অন্যতম মহাজন গৌড়ীয় মিশনের ভূতপূর্ব আচার্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবৎ গোস্বামী মহারাজের ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎসাহে ১৯৮৯ খ্রীস্টাব্দে তৎপার্ষদ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজের বিপুল সেবোদ্যোগ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে এই গ্রন্থাগার নবরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং সেই সময় শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজের চেষ্টায় ইহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক পঞ্জীকৃত ও স্বীকৃতি লাভ করে এবং বিভিন্ন সরকারী অনুদান সেবানুকূল্য হিসাবে প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থাগারটি নিজ কায়ব্যূহ বিস্তারপূর্বক মহীরূহে পরিণত হয়।

মিশনের বর্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের বিপুল সেবোদ্যোগে এবং আত্যন্তিক প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থাগারটি ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিন গ্রন্থাগার (e-library) রূপে নিজ অপ্রাকৃত কায়ব্যূহ বিস্তারপূর্বক স্বীয় মহিমাতিশয্যে জগতবাসীকে শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃতে অভিষিক্ত করিবার উদ্দেশ্যে আহ্বান করিয়া চলিতেছে।

————